দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 15 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

জবিতে বি ইউনিটে ভাইভা বোর্ডের ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

জবি রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সাক্ষাৎকারে বি ইউনিটের সাবজেক্ট পছন্দে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কলা অনুষদের ডিনের স্বেচ্ছাচারিতায় এ অনিয়মের ঘটনা। গত রোববার ও সোমবার দুই দিনে কলা অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের সাক্ষাৎকারে এ অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। সকল শর্ত পূরণ করার পরও পূর্বশর্তাধিক শিক্ষার্থীকে কাঙ্ক্ষিত বিষয় দেয়া হয়নি। আবার অনেকে শর্ত পূরণ না করেও মেধা তালিকায় পেছনে থেকেও ভালো বিষয় পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীরা শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটের অধীনে ৬টি অনুষদের ভর্তির সাক্ষাৎকার শুরু হয় গত রোববার। এবিসি ও ডি ইউনিটের এ সাক্ষাৎকারে কলা অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের সাক্ষাৎকারে বিষয় বণ্টনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠে। জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষায় বি ইউনিটে মেধাক্রম ৫তম, ৪১তম, ৪৩তম, ৪৮তম, ৯৩তম ও ১০৬তম স্থান অধিকারীদের আইন বিষয় পাওয়ার কথা থাকলেও তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত বিষয় দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আব্দুল কুদ্দুস সাংবাদিকদের কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি বছর প্রকাশিত ভর্তির নির্দেশিকায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, বাংলা ও ইংরেজি বিষয় পেতে হলে তাদের এইচএসসি/আলিম শ্রেণীতে ২০০ নম্বরের ইংরেজি ও বাংলা পড়ে আসতে হবে। কিন্তু আইন, সাংবাদিকতাসহ অন্য কোন বিষয়ে এ শর্ত না থাকলেও কলা অনুষদের ডিনের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তারা মাদরাসা শিক্ষার্থীদের আইন, সাংবাদিকতা, অর্থনীতিসহ ভালো কোন বিষয় না দিয়ে শুধুমাত্র ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা। ভাইভাবোর্ডের কয়েকজন সদস্য এর প্রতিবাদ করলেও ডিন একক সিদ্ধান্তে তিনি এ শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করেন। এদিকে রোববার সাক্ষাৎকারের প্রথম দিনে ৮ জন শিক্ষার্থীকে ইংরেজি বিষয় দেয়া হলেও সোমবার তাদের বিষয় পরিবর্তন করে আবার বাংলা দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নে জবাবে ডিন কোন সুজবাব দিতে পারেনি।

কলা অনুষদের ডিনের স্বেচ্ছাচারিতায় এ অনিয়মের ঘটনা

অভিযোগ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ কর্মীরা ডিনের সাথে দেখা করতে সরেজমিন গেলে দেখা যায়, ভাইভা বোর্ডের ভিতরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি এফএম শরীফুল ইসলাম ভাইভা বোর্ডের সদস্যদের সাথে বসে রয়েছে। তার পাশে অন্তত ১৫ জন ছাত্রলীগ কর্মী ওই বোর্ডে বসে আছেন। যা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত বলে ভাইভা বোর্ডের একাধিক সদস্য মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি শরীফুল ইসলাম বলেন, একটি ছাত্রীর কাঙ্ক্ষিত বিষয় ডিন অফিস থেকে না দেয়া হলে আমি জানতে সেখানে গিয়েছিলাম। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমার মেধাক্রম ৪১তম, এইচএসসিতে ইংরেজিতে আমি 'এ' পাস, বাংলায় 'এ' মাইনাস পেয়েছি। আইন বিষয় পেতে আমার সকল যোগ্যতা থাকার পরও আমাকে আইন দেয়া হয়নি। আমাকে কাঙ্ক্ষিত বিষয় না দেয়ায় আমি রিট করার চিন্তা-ভাবনা করছি।